6

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... SEP 1989 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

বিভিন্ন সংগঠনের বিবৃতি

ইস্পাহানী স্কুল ও কলেজে মাথায় স্কার্ফ পরায় ছাত্রী বহিষ্কারের নিন্দা-প্রতিবাদ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ঢাকা মহানগরী শাখার সভাপতি অধ্যাপক হাফেজ মাওলানা এ টি এম হেমায়েত উদ্দীন, সেক্রেটারী জনাব আবু সাইদ সিদ্দিকী এক বিবৃতিতে চট্টগ্রাম ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজের কর্তৃপক্ষ মাথায় স্কার্ফ পরে আসার অপরাধে জনৈকা ছাত্রীকে ক্লাস থেকে বহিষ্কার করায় তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে উক্ত ইসলাম বিরোধী জঘন্য সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছেন। বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় বলেন, ইসলাম বিরোধী এহেন জঘন্য সিদ্ধান্ত নেয়া আগুন নিয়ে খেলা করার শামিল। কেননা মহিলাদের জন্য পর্দা পালন করা আল্লাহর নির্দেশ বা ফরজ। হিযাব বা পর্দা পালনের মাধ্যমে মহিলাদের ইজ্জত ও সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারে। তাই ধর্ষণ কবলিত এ দেশে হিযাব বা পর্দা পালন করা মহিলাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা উচিত। নেতৃদ্বয় হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ইস্পাহানী স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের জানা উচিত এটা ইউরোপিয়ান কোন দেশ নয়। এ দেশে পাশ্চাত্য স্টাইল চালু করার সাধ পূরণ হবে না। ইসলামী তাহজীব তমদ্দুন বিরোধী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করবে। অন্যথায় দেশের তৌহিদী জনতা দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে।

তাহফিজে হারামাইন পরিষদ বাংলাদেশ-এর সভাপতি মাওলানা সাদেক আহমদ সিদ্দিকী এক বিবৃতিতে চট্টগ্রাম ইস্পাহনী পাবলিক স্কুল ও কলেজে সৈয়দ আতিয়া বেগম নামের এক ছাত্রী কলেজের ইউনির্ফ ফলো করে মাথায় স্কার্ফ পরে ক্লাসে আসায় তাকে কলেজ থেকে বের করে দেয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, শতকরা ৯০ জন মুসলমানের দেশে ইসলামী বিধানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিসেস হাসিনা জাকারিয়া ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছেন। কেননা, পবিত্র কোরআনের সূরায়ে আন-নূরের ৩১ নং আয়াতে আছে ঃ "ঈমানদার নারীরা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে।" আয়াতে তাফসীরে বলা হয়েছে, নারীরা তাদের সাজ-সজ্জার কোন কিছুই প্রকাশ করবে না। এমতাবস্থায় একজন মুসলমান ছাত্রী কলেজের সুনির্দিষ্ট ইউনিফর্ম ফলো করে মাথায় স্কার্ফ পরে ক্লাসে হাজির হওয়ার পর শ্রেণী শিক্ষক ও প্রিন্সিপ্যাল-কর্তৃক তাকে স্কার্ফ খুলে ফেলতে নির্দেশ দেয়া শরীয়তের বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন।

তিনি অবিলম্বে সৈয়দ আতিয়া বেগমকে মাথায় স্কার্ফ পরে ক্লাসে আসার অনুমতি দেয়ার জন্য চট্টগ্রাম ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানান।